রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২০ সনের ১০ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ৫, ২০২০

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৩৭—২৪৮
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২১৩—২৪৮
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২১৯—২৩৭
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
পরিবহন শাখা

পরিপত্র

তারিখঃ ১৫ পৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১২১.২২.০১০.১৯-৩৩৮**—বর্তমানে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংযুক্ত দপ্তর/পরিদপ্তরের মোটরযান, নৌ-যান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রণীত বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী অকেজো/ক্যাপ ঘোষিত যানবাহনসমূহ নিলাম/ নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। কিছু সংখ্যক পুরাতন, সীমিত যাত্রায় ব্যবহার উপযোগী কিন্তু আর্থিকভাবে অলাভজনক ও জীবনকাল (life time) উত্তীর্ণ যানবাহন বিভিন্ন সরকারি সংস্থা বিআরটিসি, বিএমইটি, কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি তথা মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে বা অন্যান্য আবশ্যকীয় কারণে বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় বিনামূল্যে হস্তান্তর করা হচ্ছে।

২। এমতাবস্থায়, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পুরাতন, সীমিত যাত্রায় ব্যবহার উপযোগী কিন্তু আর্থিকভাবে অলাভজনক ও জীবনকাল (life time) উত্তীর্ণ যানবাহন অন্য সরকারি সংস্থায় বিনামূল্যে হস্তান্তর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে:

(ক) পুরাতন, সীমিত যাত্রায় ব্যবহার উপযোগী কিন্তু আর্থিকভাবে অলাভজনক ও জীবনকাল (life time) উত্তীর্ণ যানবাহন মেরামত ও সংস্কারপূর্বক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সীমিত ব্যবহার উপযোগী এরূপ যানবাহন প্রাপ্তির অনুরোধপত্র প্রাপ্তির পর আর্থিকভাবে অলাভজনক ও জীবনকাল (life time) উত্তীর্ণ যানবাহনের সংখ্যায় ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে সেগুলো হস্তান্তর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

(খ) সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর হতে পুরাতন, সীমিত যাত্রায় ব্যবহার উপযোগী কিন্তু আর্থিকভাবে অলাভজনক ও জীবনকাল (life time) উত্তীর্ণ যানবাহন হস্তান্তরের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী/মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

(গ) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী/মন্ত্রীর হস্তান্তর সংক্রান্ত প্রস্তাবনার অনুমোদিত শর্তসমূহের আলোকে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর এবং প্রত্যাশী সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) সম্পাদন করতে হবে;

(ঘ) সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর প্রত্যাশী সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নিকট পুরাতন, সীমিত যাত্রায় ব্যবহার উপযোগী কিন্তু আর্থিকভাবে অলাভজনক ও জীবনকাল (life time) উত্তীর্ণ যানবাহন বিনামূল্যে হস্তান্তর করবে;

(ঙ) গ্রহণকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (প্রত্যাশী সংস্থা) কর্তৃক যানবাহন গ্রহণের পর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় মেরামত/সংস্কারের মাধ্যমে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে চলাচল উপযোগী/ব্যবহার উপযোগী করতে হবে;

(চ) জনস্বার্থে যানবাহনসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ব্যক্তিগত কাজে এ সকল যানবাহন ব্যবহার করা যাবে না;

(ছ) যানবাহনসমূহ প্রশিক্ষণের জন্য দূরপাল্লার সড়ক/মহাসড়কে ব্যবহার করা যাবে না।

(জ) গ্রহণকারী সংস্থা প্রতিটি যানবাহনের হিস্ট্রিবুক ও লগবুক সংরক্ষণ করবে;

(ঝ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রহণকারী সংস্থা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অবহিত রেখে ব্যবহার অনুপযোগী যানবাহনসমূহ নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(ঞ) যানবাহন ব্যবহার, মেরামত এবং প্রয়োজনমতে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তিকরণের ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম হলে গ্রহণকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান দায়ী থাকবে;

(ট) যথাযথ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী পুরাতন, সীমিত যাত্রায় ব্যবহার উপযোগী কিন্তু আর্থিকভাবে অলাভজনক ও জীবনকাল (life time) উত্তীর্ণ যানবাহন ব্যতীত অন্য কোন যানবাহন উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে হস্তান্তরযোগ্য হবে না।

৩। জনস্বার্থে এ পরিপত্র জারি করা হলো এবং জারির তারিখ হতে এটি কার্যকর হবে।

ফয়েজ আহম্মদ
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১১ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৭.১৮(বি.মা)-৫৯২—যেহেতু, জনাব পূর্ণেন্দু দেব (পরিচিতি নম্বর-১৬৮২৯), সিনিয়র সহকারী সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত গত ১৮-০৯-২০১৭ তারিখ হতে ২৮-১১-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জে হিসেবে কর্মরত থাকাকালে (১) গত ১৮-০৯-২০১৭ তারিখ হতে ২৮-১১-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) হিসেবে তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ কর্মরত থাকাবস্থায় সাধারণ জনগণ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা; (২) ১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সহকারী রিটার্নিং অফিসারের মত অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে বাধাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকায় উল্লিখিত বিষয়ে গত ২২-১১-২০১৮ তারিখ রাত অনুমান ০৮:৩০ ঘটিকায় জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ এর বাংলো অফিস কক্ষে উক্ত জেলায় কর্মরত ৪ (চার) জন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসক কর্তৃক বর্ণিত বিষয়ে আলোচনাকালে তিনি যথাযথভাবে বক্তব্য না দিয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত ও উন্মত্তভাবে অশালীন আচরণ করেছেন। যেমন: তিনি চিৎকার করতে করতে "আমি কি অপরাধ করেছি, আমাকে এভাবে চার্জ করতে পারেন না" "কোর্ট মার্শাল করার জন্য আমাকে ডাকা হয়েছে" "আমি এখনই চাকুরি হতে রিজাইন দেব" "মানিকগঞ্জ জেলায় এনডিসির দায়িত্বে থাকাবস্থায়ও আমি একবার চাকুরি ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম" এ ধরনের বিভিন্ন উক্তি করতে করতে অফিস কক্ষ ত্যাগ করে বাংলো থেকে দ্রুত হেঁটে বেরিয়ে যাওয়া; (৩) গত ০৩-১১-২০১৯ তারিখ রাতে স্থানীয় একজন ব্যবসায়ীকে পূর্ব ঘটনার জের হিসেবে উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের ভিতর ডেকে নিয়ে অসৌজন্যমূলক আচরণ ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে ঝাড়ু মিছিল করা; (৪) প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তর কর্তৃক লাউড় জমিদার বাড়ি খনন কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা না করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ অমান্য করে দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে অবহেলা করা; এবং (৫) সরকারি রাস্তার পাশের গাছ কর্তনের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর অভিযোগে এ মন্ত্রণালয়ের ১২-০৩-২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৭.১৮(বি.মা)-১৫৬ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কি-না তা জানতে চাওয়া হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে গত ২৫-০৩-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ৩০-০৪-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকায় জনাব মোহাম্মদ হোসেন (পরিচিতি নং-১৫৩৫৮), উপসচিব, পরিসংখ্যান ও গবেষণা কোষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা ২৪-১১-২০১৯ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে সার্বিক মন্তব্যে উল্লেখ করেছেন যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব পূর্ণেন্দু দেব (পরিচিতি নম্বর-১৬৮২৯) গত ২২-১১-২০১৮ তারিখে জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ-এর বাংলোর অফিস কক্ষে ৪(চার) জন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাকালে যথাযথভাবে বক্তব্য না দিয়ে উদ্ধত ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন এবং বিভিন্ন অশালীন উক্তি করার অভিযোগ সংশ্লিষ্ট সাক্ষীগণ কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর পর্যায়ভুক্ত অপরাধ;

৪। সেহেতু, জনাব পূর্ণেন্দু দেব (পরিচিতি নম্বর-১৬৮২৯), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ বর্তমানে সিনিয়র সহকারী সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্বসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় তাঁকে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) অনুযায়ী 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ১৪ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৯ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৩.১৮(বি.মা.)-৫৯৫—যেহেতু, বেগম রোজী আকতার (পরিচিতি নম্বর-১৬৬৭০), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নাজিরপুর, পিরোজপুর গত ২৭-০২-২০১৭ তারিখ হতে ০৬-০৬-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ডামুড্যা, শরীয়তপুর হিসেবে কর্মরত থাকাকালে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থল ত্যাগ করে বিনা ছুটিতে কর্মস্থলের বাইরে অবস্থান করা, প্রশিক্ষণ মনোনয়ন প্রদান করা হলেও বিনা অনুমতিতে প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ না করা, ছুটির আবেদন দিয়ে কর্মস্থলের বাইরে অবস্থান করে বদলির তদবীর করা, সহকর্মীদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ, গাড়িচালক না থাকার অজুহাতে বাসভবনে বসে দাপ্তরিক কার্য সম্পাদন করা, প্রকল্পের ১,৫৮,০০০ (এক লক্ষ আটান্ন হাজার) টাকা সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে ৫ মাসের অধিক সময় নিজের কাছে রাখা, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পোষাক সরবরাহের ১৯,৬৯০ (উনিশ হাজার ছয়শত নব্বই) টাকা আত্মসাতের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(ক), ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অদক্ষতা", "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণ"-এর অভিযোগ এ মন্ত্রণালয়ের ২২-১১-২০১৮ তারিখের ০৫.০০.০০০০. ১৮৪.২৭.০০৪.১৮(বি.মা.)-৭১৮ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কি-না তা জানতে চাওয়া হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে গত ১০-১২-২০১৮ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ২০-০৩-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকায় জনাব মোঃ হেলালুজ্জামান সরকার (পরিচিতি নং-১৫৭৭৯), উপসচিব, বিধি-৫ শাখা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা ২৫-১১-২০১৯ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা বেগম রোজী আকতার (পরিচিতি নম্বর-১৬৬৭০) গত ৯-০৫-২০১৮ ও ১০-০৫-২০১৮ তারিখ নৈমিত্তিক ছুটিসহ ১১-০৫-২০১৮ ও ১২-০৫-২০১৮ তারিখ সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কর্মস্থল ত্যাগ সংক্রান্ত ছুটির আবেদন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। কিন্তু উক্ত ছুটির আবেদন অনুমোদন না হলেও ০৯-০৫-২০১৮ তারিখ বুধবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থল ত্যাগ করেন। তাঁর অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর মোবাইল বারংবার ফোন করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায় নি। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) কর্তৃক তাঁর স্বামীর মোবাইল নম্বর সংগ্রহপূর্বক ফোন করা হলে তাঁর স্বামী জানান তিনি (রোজী আকতার) ও তাঁর সন্তান অসুস্থ এবং তিনি ঢাকায় অবস্থান করছেন। তিনি পরবর্তীতে ২০-০৫-২০১৮ তারিখে কর্মস্থলে যোগদান করেন। তিনি একটি দায়িত্বশীল পদে কর্মরত থাকার পরও কর্তৃপক্ষকে কোন প্রকার অবহিত না রেখে ০৯-০৫-২০১৮ তারিখ হতে ১৯-০৫-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলের বাইরে থাকার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর পর্যায়ভুক্ত অপরাধ;

৪। সেহেতু, বেগম রোজী আকতার (পরিচিতি নম্বর-১৬৬৭০), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ডামুড্যা, শরীয়তপুর বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নাজিরপুর, পিরোজপুর-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় তাঁকে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফয়েজ আহম্মদ
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১১ পৌষ, ১৪২৬/২৬ ডিসেম্বর, ২০১৯

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০২.১৮.৬৮৪—যেহেতু, জনাব মোঃ ফিরুজুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৬৬৪০), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), শেরপুর, বগুড়া বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর-এর বিরুদ্ধে সহকারী কমিশনার (ভূমি), শেরপুর বগুড়া হিসেবে কর্মরত থাকাকালে অনুমোদিত ১১২৮টি নামজারি কেসের সরকারি ফি বাবদ ১২,৯৭,২০০ টাকা ডিসিআর এর মাধ্যমে আদায় না করে সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধন, বদলি আদেশ প্রাপ্তির পর ৮ দিনে ৮৮৩টি নামজারি মোকাদ্দমা অনুমোদন, ওয়ারিশ সনদ প্রাপ্তির পূর্বেই নামজারি অনুমোদন, অনুমোদিত ১১,৬৫০টি খারিজ মামলার রেকর্ড সংশোধনপূর্বক হালনাগাদ না করা এবং খারিজ খতিয়ানের কপি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ না করা সংক্রান্ত অভিযোগে বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী কর্তৃক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা মাঠ প্রশাসনে কর্মরত বিধায় উক্ত অভিযোগের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) বিধিমতে "অসদাচরণ"-এর অভিযোগে জনাব মোঃ ফিরুজুল ইসলাম (১৬৬৪০)-এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক ২৩-০৫-২০১৮ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০২.১৮.১৪৫ নং স্মারকে কারণ দর্শাতে বলা হয়। তিনি ২৪-০৬-২০১৮ তারিখ তাঁর লিখিত জবাব দাখিল করেণ। তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ০২-০৮-২০১৮ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, তথ্য-প্রমাণ ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনান্তে উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদন্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধিমতে তদন্তের জন্য বেগম নাফরিজা শ্যামা (৬৫৫৯) উপসচিব(পরিকল্পনা), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

৪। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ ফিরুজুল ইসলাম (১৬৬৪০)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদিসহ সার্বিক বিষয় ও অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

৫। সেহেতু, জনাব মোঃ ফিরুজুল ইসলাম (১৬৬৪০)-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় তাঁকে উক্ত বিভাগীয় মামলায় প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক তিনি "বেতন গ্রেডের যে স্তরে বেতন পাচ্ছেন তার থেকে নিম্নধাপে অর্থাৎ একটি ইনক্রিমেন্টের সমপরিমাণ অর্থ কমিয়ে একই বেতন স্কেলের পরবর্তী স্তরে ২(দুই) বছরের জন্য অবনমিতকরণ" লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। জনাব মোঃ ফিরুজুল ইসলাম (১৬৬৪০) এর বর্তমান বেতন স্কেল ৬ষ্ঠ গ্রেড (৩৫৫০০—৬৭০১০) এর মূল বেতন ৪১১১০ টাকা অবনমিত ধাপে বর্তমান বেতন স্কেলে তাঁর মূল বেতন হবে ৩৯১৫০ টাকা। এ অবনমিত বেতন স্কেল ২ (দুই) বছরের জন্য বহাল থাকবে। দণ্ডের মেয়াদ শেষে দণ্ডকাল ভবিষ্যত বর্ধিত বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না। অর্থাৎ তিনি বেতন নির্ধারণীসহ দণ্ডকালীন কোনরূপ বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১৫ পৌষ , ১৪২৬/৩০ ডিসেম্বর,২০১৯

নং **০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৪.১৮.৬৯৬**—যেহেতু, বেগম তপতী বিশ্বাস (পরিচিতি নং-১৭৪৫৭), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৩৩তম বিসিএস পরীক্ষায় মিথ্যা তথ্য সংবলিত অবতীর্ণ প্রত্যয়নপত্র দাখিল করে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে সুপারিশ গ্রহণ করেছেন মর্মে তাঁর প্রার্থিতা ও সুপারিশ বাতিলপূর্বক তাঁর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় কর্তৃক পত্র প্রেরণ করা হয়;

২। যেহেতু, উক্ত অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক ২৩-১২-২০১৮ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৪.১৮.৫১০ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শাতে বলা হয়। তিনি ২৮-০২-২০১৯ তারিখ লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১১-০৪-২০১৯ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয;

৩। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য বেগম ফরিদা ইয়াসমীন (১৫৩৮৯), উপসচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

৪। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা ২৬-১১-২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১০৭.২৭.০১২.১৯-৩৫১ নং স্মারকে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। তদন্ত কর্মকর্তা তাঁর মতামতে উল্লেখ করেছেন, "সরকার পক্ষ এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রামাণিক দলিল এবং মৌখিক বক্তব্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কোন পর্যায়ই কোন অসত্য তথ্য প্রদান করেন নি। তিনি তাঁর জন্য প্রয়োজ্য প্রকৃত তথ্যই প্রদান করেছেন। বিপিএসসি কর্তৃপক্ষ তা বিশ্লেষণে ভুল করেছেন। তাই অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা তথ্য প্রদানের অভিযোগ সত্য নয়। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য দিয়ে ৩৩তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা এবং তাঁর মাধ্যমে ৩৩তম বিসিএস পরীক্ষায় চাকরি লাভের অভিযোগ সত্য নয়। সার্বিক বিবেচনায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি। তিনি নির্দোষ।"

৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ, তদন্ত প্রতিবেদন, এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নি;

৬। সেহেতু, বেগম তপতী বিশ্বাস (১৭৪৫৭)-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার বিধি ৭(৮) মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফয়েজ আহম্মদ
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২১ পৌষ ১৪২৬/০৫ জানুয়ারি ২০২০

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৭.১৭-০৮**—বীমা কর্পোরেশন আইন (২০১৯) এর ৯(১)(ঘ) ধারা অনুযায়ী 'বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি' ক্যাটাগরিতে জনাব জিনাত আরা, যুগ্মসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়-কে জীবন বীমা কর্পোরেশন এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ২(দুই) বছর [মনোনয়ন দানকারী বিভাগ/মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকা সাপেক্ষে] এর জন্য নিয়োগ দেওয়া হ'ল।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৭.১৭-০৯**—বীমা কর্পোরেশন আইন (২০১৯) এর ৯(১)(গ) ধারা অনুযায়ী 'অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি' ক্যাটাগরিতে জনাব রমেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ-কে জীবন বীমা কর্পোরেশন এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ২(দুই) বছর [মনোনয়ন দানকারী বিভাগ/মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকা সাপেক্ষে] এর জন্য নিয়োগ দেওয়া হ'ল।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০১.১৭-১০**—বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৯(৩)(সি) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর জনাব মোঃ নজরুল হুদা-কে [ব্যাংক এশিয়া লিমিটেডসহ অন্য কোন ব্যাংক/বীমা/আর্থিক সেক্টরে কর্মরত থাকলে সেখান থেকে কর্ম পরিত্যাগের শর্তে] তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ৩(তিন) বছরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হ'ল।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২৪ পৌষ ১৪২৬/০৮ জানুয়ারি ২০২০

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৬.১৭-২১**—বীমা কর্পোরেশন আইন (২০১৯) এর ৯(১)(গ) ধারা অনুযায়ী 'অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি' ক্যাটাগরিতে জনাব মোঃ সাইফুল্লাহ পান্না, যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ কে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ২(দুই) বছর [মনোনয়ন দানকারী বিভাগ/মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকা সাপেক্ষে] এর জন্য নিয়োগ দেওয়া হ'ল।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৬.১৭-২২**—বীমা কর্পোরেশন আইন (২০১৯) এর ৯(১)(ঘ) ধারা অনুযায়ী 'বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি' ক্যাটাগরিতে জনাব এ কে এম আলী আহাদ খান, যুগ্মসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়-কে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ২(দুই) বছর [মনোনয়ন দানকারী বিভাগ/মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকা সাপেক্ষে] এর জন্য নিয়োগ করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২৫ পৌষ ১৪২৬/০৯ জানুয়ারি ২০২০

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১১.১৭-২৭**—দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর সংঘ-স্মারক (Memorandum of Association) এর ২৫ ধারা মোতাবেক উক্ত কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদে 'অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধি' ক্যাটাগরিতে জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি, সাবেক সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্থলে বর্তমান সিনিয়র সচিব জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম-কে দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে [বর্তমান পদে থাকা সাপেক্ষে] সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হ'ল।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০১.১৭-২৮**—বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৯(৩) (ডি) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সাবেক সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি এর স্থলে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের বর্তমান সিনিসয়র সচিব ও এনবিআর এর চেয়ারম্যান জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম-কে [বর্তমান পদে থাকা সাপেক্ষে] তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে সর্ব্বোচ্চ ২(দুই) বছরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হ'ল।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মহিন উদ্দিন
সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশাবলি

তারিখ, ০৮ কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৩ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং আর-৬/৭এন-৫১/২০১৯-৪৬১—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম, পিতা-মৃত মোঃ ইউসুফ-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ, ০৫ কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২০ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং আর-৬/৭এন-৪৯/২০১৯-৪৫৬—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে নাটোর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব শ্রী বিলাস চন্দ্র সরকার, পিতা-মৃত বৈদ্যনাথ সরকার-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৪৮/২০১৯-৪৫৭—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব নূরুন নাহার, পিতা-মৃত নূরুল ইসলাম-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস, মোহাম্মদ আলী
উপসচিব (প্রশাসন-২)।

আদেশাবলী

তারিখ, ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৭ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং আর-৬/৭এন-৫২/২০১৯-৫০৭—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহমান, পিতা-মৃত সোয়াব আলী-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৫৮/২০১৯-৫০৮—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল কাদের-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৫৬/২০১৯-৫০৯—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে গাজীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পিতা-আবদুর রহমান -কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৫৩/২০১৯-৫১০—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব এ, এইচ, মারুফ মোর্শেদ রানা, পিতা-হাজী মোঃ গোলাম রাব্বানী-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৫৭/২০১৯-৫১১—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে গাজীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব আবুল কাসেম আজাদ, পিতা আবুল হাসেম-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ: ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঃ/২৮ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ

নং আর-৬/৭এন-৫৫/২০১৯-৫১২—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ আবদুস সালাম, পিতা-মৃত ইয়াকুব আলী মিয়া-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ফজলে এলাহী ভূইয়া
উপসচিব (প্রশাসন-২)।

বিচার শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **১০.০০.০০০০.১২৫.২৭.২১.১৬.১১৪৫**—যেহেতু বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্য বেগম মোসাম্মাৎ আরিফুন্নাহার এর বিরুদ্ধে খুলনা জজশীপে সিনিয়র সহকারী জজ হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় গত ২৯-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পর হতে অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ বিধি এর ৩(বি) ও ৩ (সি) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন' এর অভিযোগের দায়ে বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ০৪/২০১৬ রুজুক্রমে তাঁর বরাবর অভিযোগনামা (১ম কারণ দর্শানো নোটিশ) ও অভিযোগ বিবরণী যথারীতি জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের প্রেক্ষিতে কোনরূপ জবাব দাখিল না করায় উক্ত বিভাগীয় মোকাদ্দমাটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তঅন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা, সাক্ষ্য প্রমাণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিবেদনের আলোকে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩ (সি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী "চাকরি হতে অপসারণ (Removel from service)" দণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু উপরিউক্ত অভিযোগের দায়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে কেন চাকরি হতে অপসারণ করা হবে না তৎমর্মে একই বিধিমালার ৭(৬) বিধি অনুযায়ী ২য় বারের মত কারণ দর্শানো হয়, যা যথারীতি জারি করা হয় এবং একইসাথে দু'টি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের প্রেক্ষিতে কোনরূপ লিখিত জবাব দাখিল না করায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩ (সি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী "চাকরি হতে অপসারণ (Removel from service)" দণ্ড প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ যাচনা করা হলে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট সরকারের প্রস্তাবে একমত পোষণ করে;

সেহেতু, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্য অভিযুক্ত বেগম মোসাম্মাৎ আরিফুন্নাহার-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩ (সি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী "চাকরি হতে অপসারণ (Removel from service)" এর দণ্ড প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো, যা গত ০১-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম সারওয়ার
সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত)।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
ঢাকা বিআরটি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩৫.০০.০০০০.০৪৫.০৫.০০১.১৫-১২১**—Dhaka Bus Rapid Transit Company Limited (Dhaka BRT) এর Articles of Association (AoA) এবং Memorandum of Association (MoA) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হলো:

ক্রমিক	কর্মকর্তা	পদবি
১.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।	চেয়ারম্যান
২.	জনাব মুরাদ রেজা, অতিরিক্ত এ্যাটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ।	পরিচালক
৩.	জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।	পরিচালক
৪.	খন্দকার রাকিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ।	পরিচালক
৫.	জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।	পরিচালক
৬.	ড. মোহাম্মদ গোলাম ফারুক, যুগ্ম সচিব ও পরিচালক (পিএ্যান্ডডি) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।	পরিচালক
৭.	অধ্যাপক ড. খন্দকার সাব্বির আহমেদ, ডীন, আর্কিটেকচার ও প্লানিং অনুষদ, বুয়েট।	পরিচালক
৮.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।	পরিচালক
৯.	জনাব মোঃ মুনতাকিম আশরাফ, সিনিয়র সহসভাপতি, এফবিসিসিআই।	পরিচালক
১০.	জনাব এ এফ নেছার উদ্দিন, এফসিএ, সভাপতি, আইসিএবি।	পরিচালক
১১.	জনাব খন্দকার এনায়েত উল্যাহ, মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি।	পরিচালক
১২.	জনাব চন্দন কুমার বসাক, প্রকল্প পরিচালক, জিডিএসইউটিপি (বিআরটি, এয়ারপোর্ট-গাজীপুর), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

অপূর্ব কুমার মন্ডল
উপসচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-জামস

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ

নং **৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৭৫.১৮-১৫৭**—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০ ধারার (৩) উপধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থা, সাতক্ষীরা জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলোঃ

ক্রঃ নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণি	নাম ও ঠিকানা	পদবি
০১	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	জ্যোৎস্না আরা, গ্রাম-কাটিয়া লস্করপাড়া, সাতক্ষীরা।	চেয়ারম্যান
০২	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	সাহানা মুহিত বুলু, গ্রাম-সুলতানপুর, সাতক্ষীরা।	সদস্য
০৩	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	ফরিদা আক্তার বানু, গ্রাম-সুলতানপুর, সাতক্ষীরা।	সদস্য
০৪	১০(১)(ঙ)	সমাজ সেবী	শিমুন শামস, গ্রাম-সুলতানপুর, সাতক্ষীরা।	সদস্য
০৫	১০(১)(ঘ)	শিক্ষিকা	রুমা রানী বরকন্দাজ, গ্রাম-পলাশপোল, সাতক্ষীরা।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের জ্যোৎস্না আরা, গ্রাম-কাটিয়া লস্করপাড়া উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ২৬-১২-২০১৯ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোনো সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দিলীপ কুমার দেবনাথ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
রপ্তানি-৩ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ: ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/১০ ডিসেম্বর ২০১৯

নং **২৬.০০.০০০০.১০২.১৫.০০৬.১৬-৪০৫**—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১২ জুন ২০১৯ তারিখের স্মারক নং-০৫.০০.০০০০.১৬০.১৫.০০৬.১৯-৮৫ এবং অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ৩ ও ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের স্মারক নম্বর যথাক্রমে ০৭.১৫৫.০১৫.২৬.০০.০০৩.২০১২-৫০৩ ও ০৭.০০.০০০০.১৬৫.২৬.০১২.১২.১০৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের দপ্তরে বাণিজ্যিক উইং স্থাপনের জন্য রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে নিম্নোক্ত পদ সৃজনে নির্দেশক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি:

ক্রম	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বর্তমান বেতনক্রম (জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫)
১	কমার্শিয়াল কাউন্সেলর	০১(এক)টি	৪৩.০০০—৬৯,৮৫০ (গ্রেড-৫)
২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১(এক)টি	১৬.০০০—৩৮,৬৪০ (১০ম গ্রেড)
৩	ড্রাইভার-কাম-ম্যাসেঞ্জার	০১(এক)টি	(স্থানীয়ভিত্তিক)

২। উপর্যুক্ত পদ সৃজন প্রস্তাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। এ সংক্রান্ত ব্যয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাংবিধানিক কোডে সৌদি আরবের জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের দপ্তরে বাজেট বরাদ্দ থেকে নির্বাহ করা হবে।

৪। এ মঞ্জুরি জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।

মোঃ ফিরোজ উদ্দিন আহমেদ
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৮ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **২৬.০০.০০০০.১০২.১৫.০০৬.১৬-৪১৩**—সৌদি আরবের জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের দপ্তরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে একটি নতুন বাণিজ্যিক উইং সৃজন করা হলো।

২। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ফিরোজ উদ্দিন আহমেদ
উপসচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা

পরিপত্র

তারিখ: ১৬ পৌষ ১৪২৬/৩১ ডিসেম্বর ২০১৯

নং **১৫.০০.০০০০.০১৯.২২.০১০.১৫-৪৩১**—অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৬-০৯-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের স্মারক নং-০৭.১৫৭.০২০.০২.০০.০১.১৯৯৮-২২১, ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়পত্র নীতিমালা-২০০৮ এর সংশোধনী প্রজ্ঞাপন তারিখ: ৭ অক্টোবর ২০১৩/২২ আশ্বিন ১৪২০, তথ্য মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-১৫.০০.০০০০.০১৯.২২.০১০.১৫-৪২৪ তারিখ : ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯/০৪ পৌষ ১৪২৬ এবং পত্র নং-১৫.০০.০০০০.০১৯.২২.০১০.১৫-৩৯৫ তারিখ: ২০ নভেম্বর ২০১৯/০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ এর অনুবৃতিক্রমে ০১-০৮-১৯৯৮ খ্রিঃ তারিখে জারীকৃত বিজ্ঞাপন হার নিম্নরূপ সংশোধন করা হলো:—

(১) **দৈনিক পত্রিকার ক্ষেত্রে:**

ক্রমিক	সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা	বর্তমান প্রচলিত হার (প্রতি কলাম ইঞ্চি)	সংশোধিত হার (প্রতি কলাম ইঞ্চি)	মন্তব্য
(ক)	ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে প্রকাশিত:			
(১)	৬,০০০-৭,০০০	টাকা: ১০৪.০০	টাকা: ৩৫০.০০	প্রচারসংখ্যা ৫০০ অথবা তদূর্ধ্ব সংখ্যাকে ১০০০ গণ্য করা হবে।
(২)	৭,০০১-৩০,০০০	টাকা ১.৩০ (প্রতি হাজারে)	প্রতি হাজারে ৬.০০ টাকা হারে বৃদ্ধি পাবে	
(৩)	৩০,০০১-৫০,০০০	টাকা ০.৬৫ (প্রতি হাজারে)	প্রতি হাজারে ৫.০০ টাকা হারে বৃদ্ধি পাবে	
(৪)	৫০,০০১-৯০,০০০	টাকা ০.৫২ (প্রতি হাজারে)	প্রতি হাজারে ৪.০০ টাকা হারে বৃদ্ধি পাবে	
(৫)	৯০,০০১ থেকে উর্দ্ধে	টাকা ০.৩৯ (প্রতি হাজারে) সর্বোচ্চ টাকা : ২০৮.০০	প্রতি হাজারে ৩.০০ টাকা হারে বৃদ্ধি পাবে, সর্বোচ্চ টাকা : ৯০০.০০	

(খ)	বিভাগীয় শহর (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট ব্যতীত) থেকে প্রকাশিত :			
(১)	৪,০০০-৫,০০০	টাকা ১০১.৪০	টাকা: ৩৩০.০০	প্রচারসংখ্যা ৫০০ অথবা তদূর্ধ্ব সংখ্যাকে ১০০০ গণ্য করা হবে।
(২)	৫,০০১-৩০,০০০	টাকা ১.৩০ (প্রতি হাজার)	প্রতি হাজারে ৫.০০ টাকা হারে বৃদ্ধি পাবে	
(৩)	৩০,০০১-৫০,০০০	টাকা ০.৬৫ (প্রতি হাজার)	প্রতি হাজারে ৪.৫০ টাকা হারে বৃদ্ধি পাবে	
(৪)	৫০,০০১ থেকে উর্দ্ধে	টাকা ০.৫২ (প্রতি হাজার), সর্বোচ্চ টাকা : ১৩০.০০	প্রতি হাজারে ৩.৫০ টাকা হারে বৃদ্ধি পাবে, সর্বোচ্চ টাকা : ৬০০.০০	
(গ)	জেলা শহর ও অন্যান্য স্থান থেকে প্রকাশিত:			
(১)	৩,০০০-৪,০০০	টাকা ৯৭.৫০	টাকা : ৩২০.০০	প্রচারসংখ্যা ৫০০ অথবা তদূর্ধ্ব সংখ্যাকে ১০০০ গণ্য করা হবে।
(২)	৪,০০১-৩০,০০০	টাকা ১.৩০ (প্রতি হাজারে)	প্রতি হাজারে ৫.০০ টাকা হারে বৃদ্ধি পাবে	
(৩)	৩০,০০১ থেকে উর্দ্ধে	টাকা ০.৫২ (প্রতি হাজারে), সর্বোচ্চ টাকা : ১৩০.০০	প্রতি হাজারে ৪.০০ টাকা হারে বৃদ্ধি পাবে, সর্বোচ্চ টাকা : ৫৫০.০০	

(২) অর্ধ-সাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকা/সাময়িকীর ক্ষেত্রে:

ক্রমিক	সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা	বর্তমান প্রচলিত হার (প্রতি কলাম ইঞ্চি)	সংশোধিত হার (প্রতি কলাম ইঞ্চি)	মন্তব্য
(ক)	ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে প্রকাশিত :			
(১)	৩,০০০-৪,০০০	টাকা ৭০.২০	টাকা : ২২৫.০০	প্রচারসংখ্যা ৫০০ অথবা তদূর্ধ্ব সংখ্যাকে ১০০০ গণ্য করা হবে।
(২)	৪,০০১-১০,০০০	টাকা ১.৩০ (প্রতি হাজারে)	প্রতি হাজারে ৫.০০ টাকা হারে বৃদ্ধি পাবে	
(৩)	১০,০০১ থেকে উর্দ্ধে	টাকা ০.৫২ (প্রতি হাজারে), সর্বোচ্চ টাকা : ৯৭.৫০	প্রতি হাজারে ৪.০০ টাকা হারে বৃদ্ধি পাবে, সর্বোচ্চ টাকা : ৩৩০.০০	
(খ)	বিভাগীয় শহর (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট ব্যতীত) এবং জেলা শহর ও অন্যান্য স্থান থেকে প্রকাশিত :			
(১)	২,০০০-৩,০০০	টাকা ৬৭.৬০	টাকা : ২২০.০০	প্রচারসংখ্যা ৫০০ অথবা তদূর্ধ্ব সংখ্যাকে ১০০০ গণ্য করা হবে।
(২)	৩,০০১-১০,০০০	টাকা ১.৩০ (প্রতি হাজারে)	প্রতি হাজারে ৫.০০ টাকা হারে বৃদ্ধি পাবে	
(৩)	১০,০০১ থেকে উর্দ্ধে	টাকা ০.৫২ (প্রতি হাজারে), সর্বোচ্চ টাকা : ৯১.০০	প্রতি হাজারে ৪.০০ টাকা হারে বৃদ্ধি পাবে, সর্বোচ্চ টাকা : ৩০০.০০	

(৩) পত্রিকায় প্রথম ও শেষের পাতায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও রঙ্গিন বিজ্ঞাপনের জন্য হার:

(ক) সকল শ্রেণির সংবাদপত্রের জন্য প্রথম পাতায় ১০০% অতিরিক্ত এবং শেষের পাতায় ৫০% অতিরিক্ত হারে রেট বৃদ্ধি পাবে।

(খ) বিশেষ দিবস উপলক্ষে সকল শ্রেণির সংবাদপত্রে ক্রোড়পত্র প্রকাশের জন্য রঙ্গিন বিজ্ঞাপন প্রতি রঙের জন্য ১৫% হারে সর্বোচ্চ ৪৫% অতিরিক্ত হারে রেট বৃদ্ধি পাবে।

(৪) এই সংশোধিত বিজ্ঞাপন হার শুধুমাত্র সরকারি মিডিয়া তালিকাভুক্ত সংবাদপত্র/সাময়িকীর জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রত্যেক সংবাদপত্র/সাময়িকীর প্রাপ্য বিজ্ঞাপন রেট তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করবে।

(৫) এই সংশোধিত বিজ্ঞাপন হার ১৯-১১-২০১৯ ইং তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

(৬) এই সংশোধিত বিজ্ঞাপন হার ছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত শর্তাবলি এবং অন্যান্য যে সকল শর্তাবলি বিজ্ঞাপন নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত আছে তা অপরিবর্তিত থাকবে।

(৭) তথ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-পি/২এন-১/৯১-প্রেস-১/২১০৪, তারিখ: ০১-০৮-১৯৯৮ ইং/১৬-০৫-১৪০৫ বাং এর মাধ্যমে ইতোপূর্বে জারীকৃত বিজ্ঞাপন হার এ আদেশবলে বাতিল করা হলো।

(৮) এ আদেশ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ১৬-০৯-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের স্মারক নং ০৭.১৫৭.০২০.০২.০০.০১.১৯৯৮-২২১ এ প্রদত্ত সম্মতিক্রমে জারি করা হলো।

(৯) বিজ্ঞাপন নীতিমালা ২০০৮ (২৯ মে ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত) এর অনুচ্ছেদ ৭ ও ৮(৩) এবং বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়পত্র নীতিমালা-২০০৮ এর সংশোধনী প্রজ্ঞাপন তারিখ: ৭ অক্টোবর ২০১৩/২২ আশ্বিন ১৪২০ (১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত) এর অনুচ্ছেদ ১(৮)৪ অনুযায়ী পরবর্তীতে বর্ধিত বিজ্ঞাপন হার কার্যকর ও হালনাগাদ করার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(১০) সংশোধিত বিজ্ঞাপন হার কার্যকর করার প্রয়োজনীয় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

নাসরিন পারভীন
উপসচিব (প্রেস)।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ঔষধ প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ পৌষ ১৪২৬/২৯ ডিসেম্বর ২০১৯

নং **৪৫.০০.০০০০.১৮২.৯৯.০০৮.১৬-৩০৮**—যেহেতু, জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর বিজ্ঞ দায়রা জজ, আদালত, রাজবাড়ীর ড্রাগ কেইস নং-০১/১৯৯২ এ সাজা প্রাপ্ত হয়েছেন। ড্রাগ কন্ট্রোল অর্ডিনেন্স, ১৯৮২ এর ১৭ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ০৫ (পাঁচ) বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা জরিমানা অনাদায়ে ০৬(ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৫-০৮-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে উক্ত মামলায় রাজবাড়ী জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আত্মসমর্পণ করেন এবং আদালত কর্তৃক তাকে কারাগারে পাঠানো হয় এবং ২৪(চব্বিশ) দিন কারাবাস শেষে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ হতে ক্রিমিনাল আপীল নং ৯৫২৩/২০১৯ এ গত ১৭-০৯-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের আদেশে তিনি ০৬(ছয়) মাসের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন লাভ করলেও উক্ত মামলাটি চলমান রয়েছে;

যেহেতু, বি. এস. আর (পার্ট-১) এর ৭৩ নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী ফৌজদারী অভিযোগে অথবা দেনার দায়ে জেলে আটক সরকারি কর্মচারী গ্রেফতার হওয়ার তারিখ/জেল হাজতে প্রেরণের তারিখ হতে সাময়িক বরখাস্ত বলে বিবেচিত হবেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর-কে বি. এস. আর (পার্ট-১) এর ৭৩ নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী ২৫-০৮-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো ;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ পৌষ ১৪২৬/৩১ ডিসেম্বর ২০১৯

নং **৪৭.৬১.০০০০.০৩২.০৬.১৫৯.১৭.৬৪৯**—সমবায় আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন, সংশোধিত-২০০২ এ ২০১৩ সনের ২৯নং আইন এর ১নং আইন) এর ধারা ৪(ক) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে নওগাঁ গাঁজা উৎপাদনকারী (অংশিদার) পুনর্বাসন সমবায় সমিতি লিঃ এর অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ সমবায় সমিতি আইনের ১৮(৭) ধারার বাধ্যবাধকতা হইতে নিম্নবর্ণিত শর্তে এতদ্বারা এককালীন অব্যাহতি প্রদান করা হলো:

শর্তাবলি:

(ক) বর্তমান অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ জনস্বার্থে ৩১-১২-২০১৯ তারিখ হতে পরবর্তী ০২ (দুই) বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হলো;

(খ) বর্তমান অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক বর্ণিত সমিতির নির্বাচন বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে দাখিলকৃত রিভিশন মামলা নং-৩২৪১/২০০৬ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; এবং

(গ) মামলা নিষ্পত্তি সাপেক্ষে বর্তমান অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি বর্ধিত মেয়াদকালের মধ্যে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এ বর্ণিত নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তর করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সিদ্ধার্থ শংকর কুন্ডু
উপসচিব (সমবায়, প্রশাসন)।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.০৪.২০১৮-৯১৫—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১)(গ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পানি ব্যবহারকারীগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে নিয়োজিত চট্টগ্রাম ওয়াসা বোর্ড-এর সদস্য অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর আলম, উপাচার্য, ইউএসটিসি, ফয়'স লেক, চট্টগ্রাম ও প্রাক্তন উপাচার্য, চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট), পিলখানা, মুরাদপুর, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট রোড, চট্টগ্রাম কে একই আইনের ৭(১) ধারা মোতাবেক চট্টগ্রাম ওয়াসা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান হিসেবে নির্দেশক্রমে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ সাঈদ-উর-রহমান
উপসচিব।

পানি সরবরাহ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ পৌষ ১৪২৬/৬ জানুয়ারি ২০২০

নং **৪৬.০০.০০০০.০৮৪.১৮.০১০.১১.০৩**—"পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬নং আইন)" এর ৬ ধারার (১) উপধারার (ঝ) বিধান মোতাবেক খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব মোঃ মুন্সি মাহবুব আলম সোহাগ-কে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসেবে খুলনা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ ০১-০২-২০২০ খ্রিস্টাব্দ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ সামছুল হক
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

তারিখ, ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-২৫/২০১২-৩২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোয়াজ্জেম হোসেন, পিতা-মোঃ আবুল কাশেম খান, মাতা-আনোয়ারা বেগম, গ্রাম-কুমারবাড়িল্যা, ডাকঘর-করপাড়া, উপজেলা-নবাবগঞ্জ, জেলা-ঢাকা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার ০৩নং বারুয়াখালী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭(সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/ স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহ্‌মেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।